১. ভূমিকা
Introduction

১.১ প্রেক্ষাপট
Background

কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হলেও বাংলাদেশের নগরায়নের হার অতি দ্রুত। ২০২০ সালের হিসাবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ শহরে বাস করে এবং এই শহুরে জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ বাস করে সিটি কর্পোরেশনে ও শতকরা ৪০ ভাগ বাস করে পৌরসভায়। এই বিপুল জনসংখ্যা বাংলাদেশের পৌরসভাসমূহের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর উপর উল্লেখযোগ্য হারে প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে পৌরসভা পরিচালনায় জনগনের সম্পৃক্ততা কম থাকায় এবং জবাবদিহিতার অভাবসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনার দূর্বলতার কারনে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা তুলনামুলকভাবে দুর্বল। পৌরসভার নিজস্ব আয় কম হওয়ায় সব সময়েই সরকারের বরাদ্দের উপর পৌরসভাকে নির্ভর করতে হয়। পৌরসভার পরিচালনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের খুবই অভাব। পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এখনও চুড়ান্ত হয় নাই। অপরিকল্পিত ও দ্রুত নগরায়ন বসবাসকারী জনগনের জন্য ব্যাপক অবকাঠামোসহ নাগরিক সেবার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এই চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় Urban Sector এ বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের পৌরসভা গুলিতে টেকসই উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে- সেই সাথে বাড়ছে নগরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। ফলে শহরের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বর্ধিত জনসংখ্যাকে সুষম সুবিধা প্রদান করতে না পারলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যহত হবে, ব্যহত হবে শহরের গতিশীলতা ও উন্নয়ন। নগর পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শহরের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সমস্যা ও সুযোগসমূহ উদঘাটন করা। এ জন্য শহর সম্পর্কিত সর্ব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ থেকে সমস্যার ধারাবাহিকতা, গুরুত্ব ও সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাই শহরের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা জরুরী। এই মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরকে ভালভাবে জানা।

সম্পদের সুষ্ঠু বণ্ঠন এবং জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতামত ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে ভৈরব পৌরসভার জন্য এই পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পিডিপি প্রনয়ণ করা হয়েছে।

১.২ পিডিপি সম্পর্কিত ধারণা
Overview of PDP

পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যা পৌর জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রনীত এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। ভৈরব পৌরসভার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন “ভিশন” এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে এই পিডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য/অভিপ্রায়সমূহ নিম্নে বর্নিত হলঃ

১. পৌরসভা তাদের নিজেদের দ্বারা নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি।

২. দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন “ভিশন” ও উন্নয়ন কৌশল এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নের সামর্থ অর্জন।

৩. সুশৃংখল আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহন, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে একই ধরনের মাপকাঠি অনুসরন, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, কর্ম সম্পাদনের মানদন্ড নির্ধারন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন করা।

৪. অবকাঠামো ও সেবাসমূহ উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করার মাধ্যমে স্থায়ীত্বপূর্ণ উন্নয়ন ধারা প্রবর্তন।

৫. কমিউনিটির চাহিদা মোতাবেক অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মহিলা, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের (যেখানে নাগরিকগণ পৌর কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে কাজ করার সুযোগ পাবে) মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে গনতান্ত্রিক অংশগ্রহন ও নাগরিক সংস্কৃতি (Civic Culture) প্রবর্তন।

৬. উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে জেন্ডার বিষয়ে সমন্বিত করতঃ জেন্ডার এ্যাকশন প্লান তৈরী ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় জেন্ডার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং

৭. TLCC ও WC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠির পর্যাপ্ত ও যথার্থ অংশগ্রহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সহ তাদের অংশগ্রহনে PRAP প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহনে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করা।

১.৩ ভৈরব পৌরসভার পিডিপি প্রনয়ণ
(PDP Preparation in Bhairab Pourashava)

ভৈরব পৌরসভায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ‘পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা’ ও ‘পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা হ্যান্ডবুক’ অনুসরন করে পীরসভার দায়িত্বরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে পৌরসভার পিডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভার এই উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যে FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা ভিশনিং করা হয়, যেখানে সকল শ্রেণী পেশা বা স্টেকহোল্ডারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়। সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজন, চাহিদা, অগ্রাধিকার এবং কোর গ্রুপের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতেই ভৈরব পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়ন করা হয়েছে।

শহরের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল বিষয়কে এই প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি শহরের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার ভিতরে রয়েছে শহর ব্যাবস্থাপনা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, দারিদ্র ইত্যাদি। এজন্য বিভিন্ন সেক্টরের সাধ্যমত স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। এই স্টাডিগুলো করতে গিয়ে সরাসরি মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও বহু সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া শহরের বেজ লাইন সার্ভে ও আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যও সহায়ক তথ্য হিসাবে পিডিপি প্রণয়ন কাজে লাগানো হয়েছে।

পিডিপি(PDP) প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পৌরসভাকে যে সকল পদক্ষেপ ও কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়েছে তা উল্লেখ করা হল-

পিডিপি(PDP) প্রস্তুতকরণের মূল পদক্ষেপ সমূহ ও কার্যাবলী:

মূল পদক্ষেপ	কার্যাবলী
প্রস্তুতিমূলক পর্ব: বিভিন্ন গ্রুপ ও কমিটি সহ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা	• পৌরসভা কোর গ্রুপ গঠন করা; • শহর সমন্বয়কমিটি গঠন ও কার্যকরীকরন; • ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যকরীকরন; • পাইলট ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠন এবং কার্যকর করা • নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ীকমিটি গঠন ও কার্যকরীকরন; • সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ও কার্যকরীকরন এবং; • প্রারম্ভিক কর্মশালা আয়োজন করা।

মূল পদক্ষেপ	কার্যাবলী
বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষন: আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, ভুমির বর্তমান ব্যবহার, জনগণের জন্য সেবা প্রাপ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য এবং পরিচালনসহ বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষন	• পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বা ইহার খসড়া থাকলে তা পর্যলোচনা করা; • স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা; • প্রস্তুতকৃত পৌরসভা প্রোফাইল সহ সেকেন্ডারী উৎস থেকে বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহ; • পরিবার জরিপ; • সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের তথ্য বিশ্লেষণ কার্ড, যদি থাকে; • ফোকাস গ্রুপ আলোচনা; • দারিদ্র্য মানচিত্র, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ।
ওয়ার্ড ভিশনিং: সামগ্রিক এবং ওয়ার্ডভিত্তিক রূপকল্প, লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতিসহ পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন	• পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বা ইহার খসড়া থাকলে তা পর্যলোচনা করা; • ওয়ার্ড ভিশনিং; • পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং- • বাস্তব অবস্থা নিরূপন প্রতিবেদন উপস্থাপন; - পৌরসভার সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি (SWOT) পর্যালোচনা; - অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।
পৌরসভা ভিশনিং: পৌরসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন	• পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বা ইহার খসড়া থাকলে তা পর্যালোচনা করা; • সার্বিক উন্নয়ন কৌশল; • সেক্টর ভিত্তিক পর্যালোচনা ও কৌশল নির্ধারণ; • প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই।
আর্থিক ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা	• রাজস্ব আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ; • মোট দেনা নির্ধারণ; • আর্থিক ভিত্তি উন্নয়নে করণীয়; • সেক্টর ভিত্তিক তালিকা (Long List) তেরী; • তালিকাভুক্ত (Long List) উপ-প্রকল্পে উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারক্রম তৈরী; • সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন ও সেক্টরভিত্তিক পরিকল্পনা; • আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন।
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	• প্রস্তাবিত বিনিয়োগ উপ-প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।
পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা	• দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা; • পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (যেমন; জবাবদিহীতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি)
দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়ন কৌশল	• দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; • নারী উন্নয়ন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
পরিবেশগত কাঠামো, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাঠামো	• পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বা এর খসড়া পর্যালোচনা; • পরিবেশগত কর্মপরিকল্পনা, যদি প্রয়োজন হয়; • ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন; • পুনর্বাসন পরিকল্পনা, যদি প্রয়োজন হয়।
খসড়া পিডিপি (PDP) দলিলের বৈধতাদান ও অনুমোদন	• সাধারন জনগন ও ভুক্তভোগিদের পরামর্শ; • পিডিপি (PDP) চূড়ান্তকরণ।
পিডিপি (PDP) বাস্তবায়ন	• পিডিপি (PDP)বাস্তবায়ন; • পরিবীক্ষণ প্রণালী প্রবর্তন ও নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা।